SALE ফারুক কাদের

Sale দিচ্ছে। কি এক মোহনীয় আহ্বান। ইথারে ইথারে ছুটে যায় এ ধ্বনি। আকুল করিল প্রাণ নাচিল ধমনী। আর তো ঘরে থাকা যায়না। ঝাপিয়ে পড় Target, Myer আর David Jones-এর শপ গূলোতে। মেয়েদের আগ্রহ বেশী এর ফায়দা লূটতে। সঙ্গত কারণেই, তাদেরকে যে সংসারের আয়-ব্যয় সামলাতে হয়। এখানে কৃস্টমাসের পর একটা বড় সেল দেওয়া হয়। তখন এক বিচ্ছিরি দৃশ্য ঘটে যায়। লোকজন আগেই লাইন করে শপের গেটে ভীড় করে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর সময় হলে ঠেলাঠেলি করে ঢোকে, কে আগে যেয়ে সেল-র আইটেম কব্জা করবে। টিভিতে দেখেছি ছোটখাট স্ট্যাম্পেডের মত অবস্থা।

অস্ট্রেলিয়াতে সারা বছর সেল দেওয়া হয়। সুতরাং আসল মূল্য কত আর লোকজন কতটা জিতছে আর ঠকছে ঠাহর করা মুশকিল। আমি বলব মানূষ আসলে ঠকছে। ব্যবসায়ীরা কোনদিন ঠকেনা। তারা কোন না কোন ভাবে পুষিয়ে নেয়। আমি ব্রীজবেনের এক সূভেনীর শপে দেখেছি সারা বছর সেল নোটিশ লাগানো। ফল-সব্জির দোকানে সেল-এর আইটেম হল বাসী সব্জি আর ফল, লেখা ‘স্পেশাল’।

আমি ডেনমার্কে বছর খানেক ছিলাম চার দফায়। ওখানে দেখেছি শুধূ কৃস্টমাসের পর সেল দেওয়া হয়। ডেনীশরা এত অসৎ নয়। সেলের কোয়ালিটি বেশীর ভাগ সময় ভাল হয়না। আবার David Jones-এ দেখেছি সেলের পরেও শার্ট কাপড়ের যে দাম, তা কেনা আমাদের মত ছাপোষা লোকের পোষায় না।

আমার বৌ দুটো কার্পেট কিনেছিল, সেলে-১০০ ডলারের কার্পেট ৩৩ ডলারে। এখন ও কার্পেট পরিস্কার রাখা এক সমস্যা। বিরক্ত হয়ে ফেলেই দিব বলে ঠিক করেছিলাম। তার মানে ৬৬ ডলার গচ্ছা। শেষ পর্যন্ত একটা গুটিয়ে রাখা হয়েছেখাটের তলায়। আর একটা যথাস্থানে আছে। ওটা পরিস্কারের দায়িত্ব আমার বৌ ই নিয়েছে।

জুয়েলারী দোকানে প্রায়ই সেল দেওয়া হয়। ডায়মন্ডের আংটি ধরুন তিনশ ডলার থেকে সাঁই করে দেড়শ তে নেমে গেল। ডায়মন্ডের আংটি আমার বৌ র অনেক দিনের সখ। আমার সামর্থ্য কম। তার পরেও মনের মাঝে পুষে রেখেছিলাম এ সখ মেটাব। একদিন টিভিতে দেখলাম, ডায়মন্ডের জুয়েলারী তেও জুচ্চুরি। ডায়মন্ডের অনেক কোয়ালিটি আছে-এক থেকে সাত পর্যন্ত। যেটার মূল্য তিনশ ডলার থেকে নাবিয়ে দেড়শ ডলার দেখিয়ে টোপ ফেলা হচ্ছে, তার কোয়ালিটি খুবই নিম্নমানের। ওটার দাম ৫০ ডলার হবে কিনা সন্দেহ। মোদ্দা কথা ডায়মন্ড মূল্যবান জিনিস, শস্তায় পাবার আশা ভূলে যাও। টিভির উপস্থাপক উপদেশ দিল কেনার আগে অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিউট অব জেমস থেকে কোয়ালিটি প্রত্যায়ন করে নিতে। এ প্রত্যায়ন করার খরচ কে দেবে! আর এত ঝামেলা আমার মত আলসে লোকের কি পোষাবে! কোনো এক অনূষ্ঠানে এক নব-বিবাহিত কাপল জানাল তারা তিন হাজার ডলারের এনগেজমেন্ট রিং কিনে ধরা খেয়ে বসে আছে। ওদের জীবনটাই শুরু হল প্রতারনা দিয়ে। টিভির উপস্থাপক ব্যাপারটি নিজে অনূসন্ধান করে দেখল যে ডায়মন্ডের আংটি সে তিন হাজার ডলার

দিয়ে কিনেছে, সেটি একশ ডলারেও অন্য এক দোকানে বিক্রী করতে পারছেনা। এই হোল সেল-এর মাজেজা অস্ট্রেলিয়াতে। বৌকে ডায়মন্ডের আংটি কিনে দেওয়ার পরিকল্পনা আপাততঃ বাদ দিয়েছি।

এখানে সেল-এর পরেও আবার ফারদার সেল দেওয়া হয়। একটা কিনলে আর একটা ফ্রী। আমি বুঝে গেছি এ সোসাইটিতে কোন কিছু ফ্রী নয়। আবার বলা হচ্ছে এটা কেন, তোমাকে পাঁচ বছর কিছু দিতে হবেনা, সূদও নয়। তুমি কি আমার মামু না শশূর যে পাঁচ বছর বিনে পয়সায় আমাকে ভোগ করতে দেবে! মানুষ এ সেল-এর লোভে পা দিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কেনে। দেখা গেল এক বাক্স ফল, পেয়াজ, আলু বা ট্যমাটো খূবই সস্তায় দেয়া হচ্ছে। কিনে দেখা গেল এত শেষ করা যাচ্ছেনা। তারপর পঁচা শুরু, শেষ পর্যন্ত বীনে ফেল। কার সাথে হয়তো ভাগে আলু ট্যমাটো কেনা হল এক গাদা। নেট রেজালট-বিলিয়েই খূশী, ভাগের পয়সা চাইবার মত মানসিকতা হয়ে ওঠেনা।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, গত বছর যখন দেশে ছিলাম, তখন মীরপূরের ক্ষমতাসীন দলের খালেক এমপি ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী অফার দিচ্ছে, একটা ফ্ল্যট বা প্লট কিনলে আর একটা ফ্রী। ধান্দাবাজ সব দেশে ই আছে।

আমার অনেক দিনের সখ একটা ল্যাপটপ কিনবো। ডেল কোম্পানী প্রতি সপ্তাহে এক ই জিনিশ উনিশ বিশ করে কূমীরের ছানার মত ডীল দিচ্ছে। অনেক বোঝাপড়া করে একটা ডীল বেছে নিলাম। টোপ গূলো হলঃ ডেলিভারী, মাউস আর লেদার কেস ফ্রী-সেই অমৃত বচন। তেরশ ডলারের র্ল্যাপ টপ-মাউস আর লেদার কেস তো আনূসাংগিক হিসেবেই আসার কথা। ডেলিভারীর সময় দেখা গেল লেদার কেস নেই। আমি যোগাযোগ করে জানতে পারলাম, লেদার কেস স্টকে নেই-আমাকে কিন্ত জানান হয়নি। ডেল কোম্পানীকে ঝাড়ি নিলাম, তোমরা কি ব্যবসা কর যে পর্যাপ্ত লেদার কেস স্টকে থাকেনা। আমি কি ল্যাপ টপ মাথায় নিয়ে ঘুরব। সেলস এজেন্ট বলল উই আর সরী, আমরা কিভাবে তোমাকে সূখী করতে পারি। আমি বললূম, ম্যাকফী এন্টিভাইরাস সফটওয়ারটী আমাকে ফ্রী দাও, যেটা ৫০ ডলারে কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলে। বেটী সেয়ানা, বলল তুমি আর কিছু কেন আমি দিয়ে দিচ্ছি। মনে মনে বললাম ওমূখো আর হচ্ছিনে। লেদার কেসটি পেতে আমক আরো দ্ুসপ্তাহ ওয়েট করতে হয়েছে।

সেল থেকে আমি একবার লাভ করেছিলাম। বইও সেলে পাওয়া যায়, না পাওয়ার কোন কারণ নেই। এখানে কিছু বইয়ের দোকান আছে, যারা বড় বইয়ের দোকান থেকে সেলে বই কিনে শস্তায় বই বিক্রী করে। বাংলাদেশী প্রতিভাদের মধ্যে প্রাতঃস্বরনীয় ব্যক্তিত্ত মরহুম প্রকৌশলী ডঃ এফ আর খান জীবনী ও কৃতিত্তের ওপর তারই জুনিয়র সহকর্মী এক বাঙ্গালী প্রকৌশলীর লেখা বই কিনেছিলাম। সত্তর ডলারের বই চৌদ্দ ডলারে। এসব বইতো আর বেস্ট সেলার হয়না। যাহোক আমি বইটি কিনে সত্যি উপকৃত হয়েছিলাম কারণ ডঃ খানকে জানতে হলে এটা অবশ্যি পড়া উচিত। এটা আমি আর্কিটেকচারের ছাত্রী আমার ভাগ্নীকে উপহার দিয়েছিলাম।

অস্ট্রেলিয়াতে সেল-এর আরও চমক ও ধান্দা দেখার অপেক্ষায় আছি।